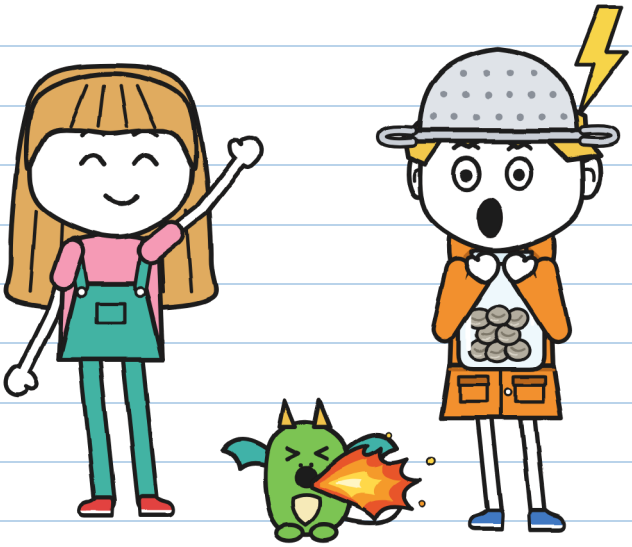
অসম্ভব ডেলিভারি · ২

মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

Lui Eriksson



(গুনির খাতা)

সাইজ S
প্রাথমিক স্তর · ৭+

অসম্ভব ডেলিভারি · ২
মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

লেখা ও ছবি: Lui Eriksson

সাইজ S · প্রাথমিক স্তর · ৭+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ Lui Eriksson · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের দ্বিতীয় বই। প্রথমটা: "এই পার্সেলটা কামড়ায়"।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এই বই লেখার সময় একটা মেঘের ডাকও চোট পায়নি। -হু.



আর কারও নয়। -হু.

যদি এটা তোমার হাতে পড়ে, মেঘ ডাকার আগে খুলো না।

শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায়, যা শুধু গল্পে ঘটে: তুমি এটা কোরো না। কয়েক পাতা জুড়ে থাকলে লেখা থাকে "এখান থেকে" আর "এখান পর্যন্ত"। সত্যিকারের ঝড়ে ৭৬ নম্বর পাতা দেখো। -হু.

কে কে



গুনি। শনিবারের ডেলিভারি-বয়। ঝড়-শিকারি (মোটামুটি)। এই খাতাটা ওর।



তুলিতা। বিদ্যুৎ-চমক আর মেঘ ডাকার মাঝের সেকেন্ডগুলো গোনে। সবুজ কালিতে লেখে আর "তু." নামে সই করে।



টুকরো। ড্রাগনের ছানা। গুনির সবকিছু নকল করে। সবকিছু।



তোনিও। বিজলির হয়ে সাইকেলে ডেলিভারি দেয়। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে।



ফ্লোরা। ৯, খাল রোডের বাগানি। পাথরে সই করেন না।



ভেরা। ফ্লোরার বাড়ির পাশে ড্রাগনদের বাড়িতে ড্রাগনদের দেখাশোনা করেন। টুকরো ওঁর কাছে থাকে।



মায়া। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। মাথায় জাদুকরীর টুপি। যা বলেন, তার চেয়ে বেশি জানেন।



র.। যে পার্সেল কেউ পৌঁছে দিতে পারে না, সেগুলো পাঠান। কেউ ওঁর নাম বলে না।

ডেলিভারির খাতা ২
গুনির

অফিশিয়াল।

“অফিশিয়াল ”: আগে আমি পড়ব। অফিশিয়ালি। -হু.



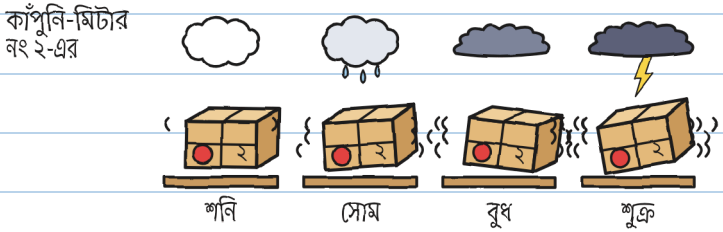
১ নম্বর খাতাটা শেষ: ভরে গেছে। এটা আমাকে দিয়েছেন মারা, দোকানের মালিক। মলাটে দোকানের সিলমোহর আছে। উনি বলেন, অফিশিয়াল খাতায় আঁকতে নেই। দেখা যাক।

অধ্যায় ১

ঝড়-শিকারি

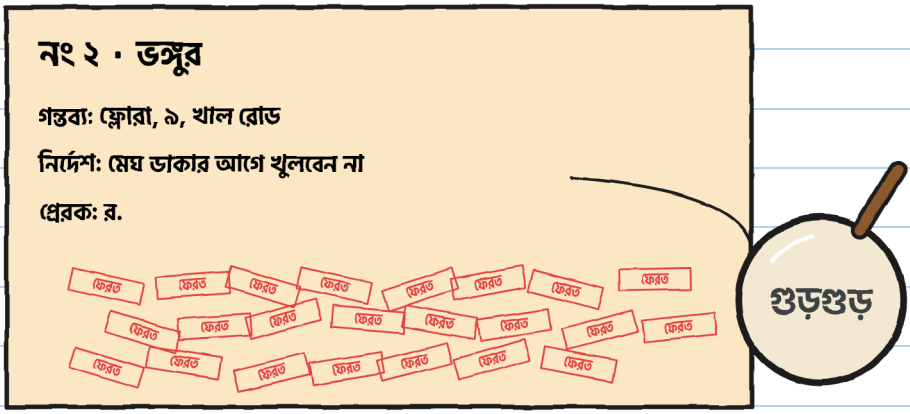
মারার দোকানে একটা পার্সেল কাঁপছে। প্রতিদিন একটু একটু বেশি।
আমি ওটা ছুঁতে যাচ্ছি না।
শেষ যেটা আমি আর হুলিতা পৌঁছে দিয়েছিলাম, সেটা ছিল একটা ডিম। এখন ওর নাম টুকরো, ওর ডানা আছে, আর ও আমার সবকিছু নকল করে।

আমার বাড়ির উল্টোদিকের দোকানে উনিশটা ফেরত পার্সেল এখনও বাকি। একটার ভীষণ তাড়া।



ভয় নয়: ঝড় আসছে। শনিবার, বিকেল ছয়টায়। আবহাওয়ার খবর আমি ছয়বার দেখেছি। -হু.

একটা ফেরত পার্সেল সবসময় ফিরে আসে। যে নেয়, তাকে লেবেলে এমন কালিতে সই করতে হয় যা মোছে না, ঝুলিতার সবুজ মার্কারের মতো। নইলে ভোর হলে ওটা উড়ে নিজের তাকে ফেরে। সবগুলো পাঠান একই মানুষ: র.



২ নম্বরে তেইশটা "ফেরত" সিলমোহর ছিল।

তেইশ। আমি দুবার গুনে দেখেছি। -হু.

"তেইশ বার আমি নিজে এটা পৌঁছে দিতে গেছি," মারা বললেন। "আর একবারও ঝড়ের মধ্যে নয়।"

শনিবার দশটায় মারা ২ নম্বর পার্সেল নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তোনিও ওখানে ছিল। প্রতি শনিবার আমরা তিনজনই শাস্তি পাই, ১ নম্বরটা অনুমতি ছাড়া পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আমরা দোকানে সাহায্য করি।

"এটা," মারা বললেন, "তোমরা পৌঁছে দেবে। আজ বিকেলে।"

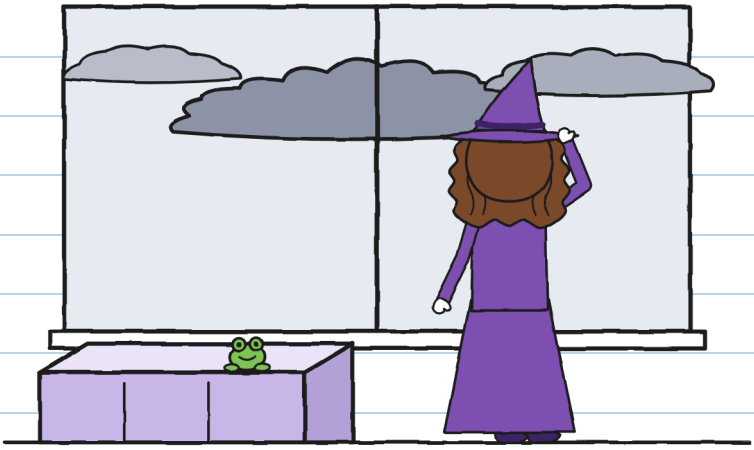


হুলিতা বিশাল এক লাফ দিল। প্রায় "বাকি ১৯" লেখা সাইনটা ছুঁয়ে ফেলল।

মারা তিনটে শর্ত দিলেন। আঙুলে গুনলেন:

১. পাঁচটায় রওনা দেবে, ঝড়ের আগে। ঝড় না থামা পর্যন্ত ফ্লোরার বাড়িতে থাকবে।
২. তোমাদের বাড়ির লোকেরা জানে। ফ্লোরাও জানেন।
৩. লেবেলের নিয়ম: মেঘ ডাকার আগে খোলা যাবে না। মাথার ওপরের ডাকই চলবে; দূরেরগুলো নয়।

"আর তুমি যাচ্ছ না?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"আমার এখানে কাজ আছে," মারা বললেন। আর জানালা দিয়ে তাকালেন: আকাশ ধূসর হয়ে আসছিল।



কী কাজ? -হু.

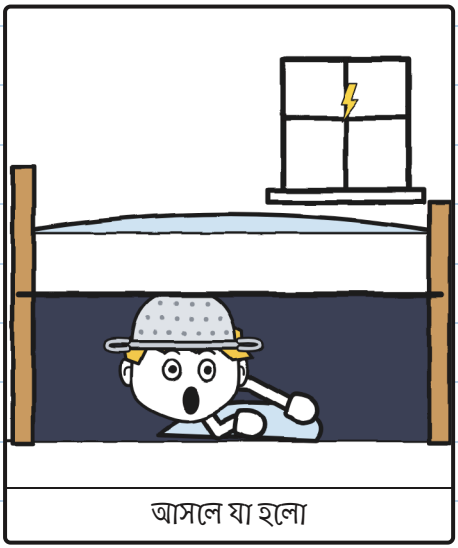
তারপর হুলিতা আমার দিকে তাকাল।
"তোমার ঝড় ভালো লাগে?"

আর ওভাবে তাকালে যা বলে, আমি সেটাই বললাম:

"খুব ভালো লাগে। আমার অন্য পাড়ায় আমি প্রফেশনাল ঝড়-শিকারি ছিলাম।"



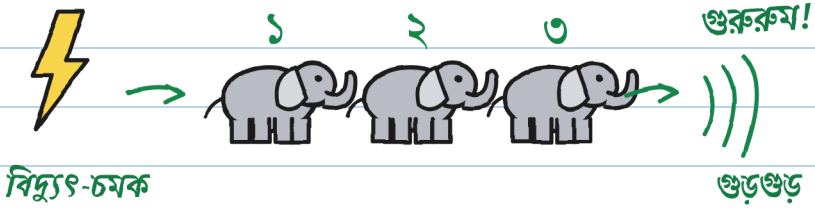
আমি যা বললাম



আসলে যা হলো

খাটের তলার প্রফেশনাল। -হু.

হুলিতা আমাকে ঝড় গোনা শেখাল। আমার খাতায়। অনুমতি না নিয়েই, যথারীতি:



এক হাতি, দুই হাতি, তিন হাতি...

১ হাতি = ১ সেকেন্ড

৩ হাতি = ১ কিলোমিটার (মোটামুটি)

০ হাতি = ঠিক মাথার ওপর!

↖ ওটাই লেবেলের মেঘের ডাক।
দূরের ডাক পার্সেল খোলে না।

আরও হাতি: ওই বাজ আরও দূরে পড়েছে।

মেঘের ডাক শুনলে, দূরের হলেও: নিরাপদ জায়গায় চলো!

যা জানা, তাতে কম ভয় লাগে। -হু.

আমার ওটা দরকার ছিল না: ঝড় আমার খুব ভালো লাগে। তবু লিখে রাখলাম, যদি কাজে লাগে।

তোনিও আমার কাঁধের ওপর দিয়ে লেবেলটা পড়ল।
"বিজলি ঝড়ে ডেলিভারি দেয় না।"
সে আমাদের ব্যাগের ছোট অক্ষরের লেখাটা দেখাল।
"এখনও তো ঝড় নেই," হুলিতা বলল।
তোনিও আবার তাকাল। "এখনও"-র কথা ওতে কিছুই ছিল না।

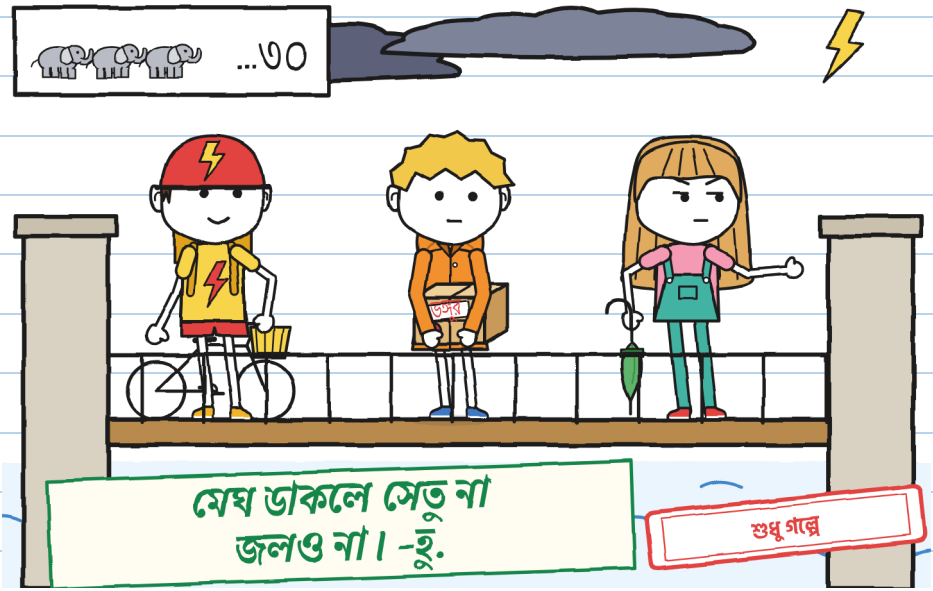


ছোট অক্ষরের লেখাটা বেশিই ছোট ছিল। -হু.

আর আমাদের সঙ্গে এল।
পাঁচটায় বাড়ি গেলাম রেনকোট আনতে।
"কমলা রংটা পরো," মা বলল। "মেঘ ডাকলে তো তুমি..."
"টা-টা, মা!"

"মেঘ ডাকলে তো তুমি..." কী? -হু.

আমরা বড় সেতু পার হলাম। রাতে নৌকা যাওয়ার জন্য ওটা তুলে দেওয়া হয়। আকাশ ক্রমেই আরও কালো। মাঝখানে হুলিতা জলের দিকে হাত নাড়ল। খুব গম্ভীর মুখে। খালের সঙ্গে ওর বনিবনা নেই।



অনেক দূরে আকাশ জ্বলে উঠল। হুলিতা তিরিশ হাতি গুনল। গুরুরুম।

"ওই বাজটা পড়েছে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে," সে বলল। "খবর বলছে, ঝড় আসবে ছটায়।"

"মেঘ ডেকেছে!" তোনিও বলল। "এবার খোলা হয়?"

"ওটা পার্সেল খোলে না," হুলিতা বলল। "লেবেলেরটা বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে একসঙ্গে বাজে: শূন্য হাতি। কিন্তু ও শোনা যাচ্ছে: নিরাপদ জায়গায় চলো!"
আমরা খাল রোড পর্যন্ত দৌড়ে গেলাম। আমি এমন ভান করলাম, যেন কিছুই শুনছি না।

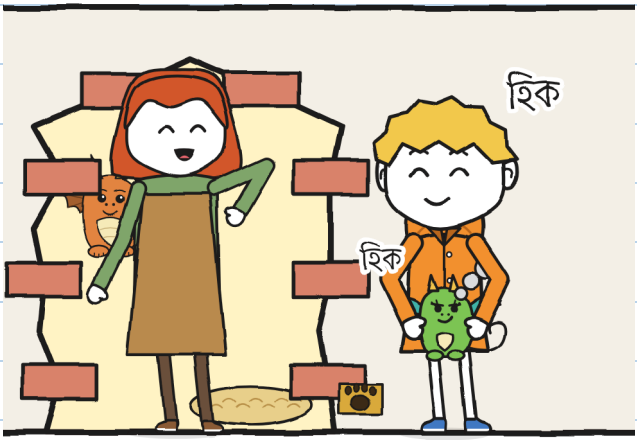
"ওটা কি হিক ছিল?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"না," আমি বললাম। "হিক!"



ছোটবেলা থেকে আমার এটা হয়, শুধু মেঘ ডাকলে। প্রতিটা ডাকে অনেকগুলো হেঁচকি, একটার পর একটা। তিন সেকেন্ডে একটা। মাথার ওপর ঝড় থাকলে আমি থামি না। এটা ভয় নয়। আমার শরীর নিজে নিজেই করে। আমাকে না জিজ্ঞেস করে।

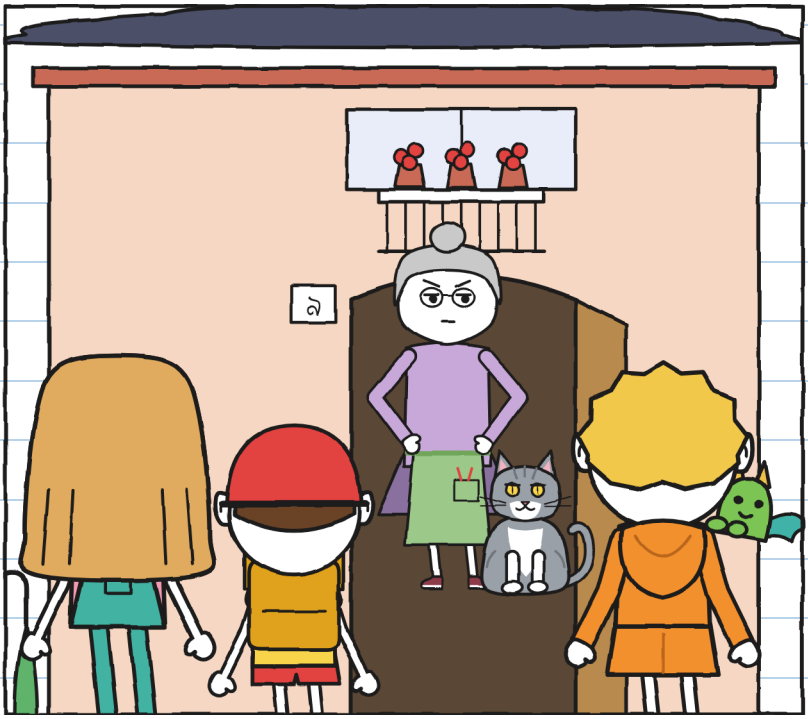
এটার নাম ভয়। -হু.

ভেরা ওঁর দরজায় আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন, কোলে টুকরো। প্রতি শনিবার টুকরো আমার সঙ্গে বেড়াতে যায়।
"আজ শুধু ফ্লোরার বাড়ি পর্যন্ত: ওর এটাই প্রথম ঝড়," ভেরা বললেন, আর ওকে আমাকে দিয়ে দিলেন। "ও তোমার সবকিছু নকল করে, গুনি। তুমি যা অনুভব করো, তা-ও। ও ভয় পেলে ওকে টেনো না: ও আঁকড়ে ধরে। ঝড় থামলে পাঁচিলে তিনবার টোকা দিও, আমি আসব।"
"আমি কিছুই অনুভব করি না," আমি বললাম। "ঝড় আমার খুব ভালো লাগে।"



দূরে মেঘ ডাকল। আমার হিক উঠল। টুকরোরও হিক উঠল। ওর নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরোল।
"ভেতরে, এক্ষুনি!" ভেরা বললেন।

ফ্লোরার বাড়িটা জেরানিয়ামওয়ালা। দুই শনিবার আগে উনি ওই বারান্দা থেকে আমাদের দেখছিলেন। আমরা ড্রাগনদের বাড়ির দরজা খুঁজছিলাম। ওটা দেখতে দেয়ালের মতো।



ফ্লোরা দরজা খুললেন। আমাদের কড়া নাড়ার সময়ও দিলেন না। বাক্সটা দেখলেন। আকাশ দেখলেন। টুকরোকে দেখলেন। "ভেরার ছানা। আমার ফার্ন যেন না পোড়ায়," তিনি বললেন। "ভেতরে এসো, বৃষ্টি আসছে। বলে রাখছি: আমি পাথরে সই করি না।"

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এর পাতা আর ছবি একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
তুলিতা সাত নম্বর বীজটা ধরছে।

সাইজ XS · A1
মেঝেতে একটা বীজ পড়ে ছিল। তুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ S · A2
আরেকবার বিদ্যুৎ-চমক: মেঝেতে মাত্র একটা বীজ। তুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ M · B1
পরের বিদ্যুৎ-চমকে দেখা গেল, মাত্র একটা বীজ পড়ে আছে, আর তুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ L · B2
আবার বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখা গেল, মেঝেতে মাত্র একটা বীজ পড়ে আছে, আর তুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যে যার সাইজে। একই ঝড়। –হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো